তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

লুসির উপস্থিতিতে আতঙ্ক

ছাত্রীদের বের করে দিয়ে পুলিশের সাক্ষ্য নেওয়ায় ক্ষোভ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : শামসুন্নাহার হলে পুলিশি বর্বরতা তদন্তে গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের কার্যালয় নায়েম ভবনে গতকাল সকালে অভিযুক্ত পুলিশ ও ছাত্রদলের বহিরাগত ছাত্রী ক্যাডার লুসি তার কয়েক সঙ্গীকে নিয়ে হঠাৎ করে উপস্থিত হলে সাক্ষ্য দিতে আসা মেয়েদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েন। পরে তদন্ত কমিশন মেয়েদের সাক্ষ্যগ্রহণ বন্ধ করে পুলিশের সাক্ষ্য নিতে শুরু করলে মেয়েরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এর প্রতিবাদে অনেক ছাত্রী সাক্ষ্য না দিয়েই চলে যান।

এদিকে সাক্ষ্য দিতে আসা ছাত্রীরা অভিযোগ করেছে, হলের যে ৬ জন হাউস টিউটর তাদের হুমকি দিয়ে চলেছে তারা স্বপদে বহাল থাকলে তারা হল খুলে দেওয়ার পরেও স্বাভাবিকভাবে হলে থাকতে পারবে না। এ ছাড়া

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ছাত্রীদের বের করে দিয়ে পুলিশের

● প্রথম পাতার পর

আন্দোলরত ছাত্রীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করা অনেক শিক্ষিকাকে শামসুন্নাহার হলের ঐ হাউস টিউটররা হুমকি দিচ্ছেন বলে তারা অভিযোগ করেছেন।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় ঢাকা মহানগর (দক্ষিণ) উপপুলিশ কমিশনার আব্দুর রহিম, সহকারী কমিশনার বি. তালুকদার, এসআই রোকেয়া বেগমসহ আরো ৪/৫ জন সাব ইন্সপেক্টরের একটি দল নায়েম ভবনে আসেন। এ সময় সাক্ষ্য দিতে আসা ছাত্রীরা ভীত হয়ে পড়েন। পুলিশের দলটি বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলামের সঙ্গে দেখা করেন এবং প্রায় ৩০ মিনিট তার রুমে অবস্থান করে নিচে নেমে যান।

এরপর সকাল সাড়ে ১১টায় বহুল আলোচিত ছাত্রদলের বহিরাগত ক্যাডার লুসি, শান্তা ও তাদের সহযোগী বিথিকা নায়েম ভবনে আসলে ছাত্রীরা আরো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ছাত্রীরা জানান লুসি, শান্তা এসে নিচে অবস্থানরত পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে খোশ-গল্পে মেতে ওঠেন। এর কিছু সময় পর তারা ওপরে এসে বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলামের কক্ষে যান। এ সময় ঐ কক্ষে শামসুন্নাহার হল থেকে ঐ রাতে গ্রেপ্তারকৃত একজন ছাত্রী সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন। লুসি, শান্তা বিথিকা বিচারপতির কক্ষে ঢোকার পর সাক্ষ্য দিতে থাকা ছাত্রীটি বের হয়ে আসেন। তিনি জানান, এরা ভিতরে থাকলে কি করে সাক্ষ্য দেবো। প্রায় ১০/১২ মিনিট তারা ঐ কক্ষে অবস্থানের পর বাইরে আসে।

লুসি-শান্তারা বিচারপতির রুম থেকে বের হলে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেন আপনাদের নামে অভিযোগ করেছে ছাত্রীরা যে আপনারা বহিরাগত, তাহলে হলে থাকেন কেন? এর উত্তরে লুসি বলেন, আমি মনে করি না আমি বহিরাগত। আমি হলের সাবেক ছাত্রী। তাছাড়া আমি একটি সংগঠনের হল শাখার সভাপতি। এই হিসেবে হলে থাকতে পারি। বিগত প্রশাসনের সময়েও হলে থাকতাম তবে নিয়মিত থাকতাম না। সংগঠনের কাজ সেরে চলে যেতাম। সুতরাং আমাদের বহিরাগত বলা ঠিক না। পরে ১১টা ৫৭ মিনিটে তারা নায়েম ভবন ত্যাগ করেন।

সাক্ষ্য দিতে আসা ছাত্রীরা অভিযোগ করেছেন, আমাদের সবার আগে সাক্ষ্য নেওয়ার কথা বললেও তা করা হচ্ছে না। আমাদের চেয়ে পুলিশদের বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার ৫ জনের সাক্ষ্য নেওয়ার কথা বললেও মাত্র এক জনের সাক্ষ্য নিয়েছে কমিশন। তাছাড়া গতকাল অনেক পরে সাক্ষ্য গ্রহণের কাজ শুরু হয়। একজনের সাক্ষ্য দুপুর ১টা পর্যন্ত নেওয়া হয়। পরে দুপুর আড়াইটায় আর একজন ছাত্রী সাক্ষ্য দিতে বিচারপতির রুমে ঢোকে। এ সময় পুলিশের সহকারী কমিশনার বি তালুকাদার উপস্থিত হলে তাকে বের করে আগে ঐ পুলিশ কর্মকর্তার সাক্ষ্য নেওয়া হয়।

পুলিশ কমিশনারের সাক্ষ্য নেওয়ার জন্য আগে থেকে সাক্ষ্য দিতে থাকা ঐ ছাত্রীকে বের করে দিলে সাক্ষ্য দিতে আসা ছাত্রীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তারা এ সময় সাক্ষ্য না দিয়েই চলে যেতে উদ্যত হন। সবাই একসঙ্গে বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলামের সঙ্গে দেখা করে চলে যেতে চাইলে তিনি ছাত্রীদের বলেন, এই পুলিশ অফিসার বদলি হয়ে গেছে। তাকে ঢাকার বাইরে যেতে হবে। এই কারণে সাক্ষ্য নিচ্ছি। ছাত্রীদের তিনি বলেন, যতোদূর সম্ভব আজ তোমাদের সাক্ষ্য নেওয়া হবে। তখন ছাত্রীরা বাইরে চলে আসে।

সাক্ষ্য দিতে আসা একজন ছাত্রী অভিযোগ করেন, আমাদের সমস্যাকে সমস্যা মনে করেন না বিচারপতি। আমাদের হল বন্ধ থাকায় থাকার জায়গা পর্যন্ত নেই। শুধু সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ঢাকায় কষ্টেসৃষ্টে পড়ে আছি। আমাদের এইভাবে প্রতিদিন হয়রানি করা হচ্ছে। এইভাবে সাক্ষ্য নিতে টালবাহানা করলে আমরা সাক্ষ্য দেবো না। আমি জানি না বিচার বিভাগীয় কমিশন আমাদের সাক্ষ্য দিতে দেবে কি না। প্রতিদিন এইভাবে আসতে বলে সাক্ষ্য না নিলে শেষ পর্যন্ত সাক্ষ্য দিতে আসা হবে না। কয়েকজন ছাত্রী সাক্ষ্য না দিয়েই চলে যান।

বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম ভোরের কাগজকে বলেন, আমরা কালকের (শনিবার) মধ্যে সকল মেয়ের সাক্ষ্য নিতে চেষ্টা করবো। সুষ্ঠু তদন্তের জন্য একটু বেশি সময় ধরে সাক্ষ্য নেওয়ার জন্য সময় বেশি লাগছে।